অর্থাৎ আমরা ভক্তিতে সিদ্ধিলাভ করিয়াছি ; এস্থলে 'ভক্তি' শব্দে বিহিতা অর্থাৎ বৈধীভক্তি বলিয়া বুঝিতে হইবে। যেহেতু এই বৈধীভক্তিরই প্রতিলব্ধ-রূপে ভাবমার্গ নির্দ্দেশ করিবার জন্য উপক্রম করা হইয়াছে। অর্থাৎ শাস্ত্র-শাসনের অধীন হইয়া ভজন করিতে করিতে যতদিন পর্য্যন্ত নিজ অভীষ্টদেবে দাস্যাদি কোন ভাবের উদয় না হয়, ততদিন পর্য্যন্তই কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান ও অকর্ত্তব্যের বর্জ্জন অনুসন্ধান লইয়া ভজন করিতে হয়। যখন নিজ অভীষ্টদেবে ভাবের আবির্ভাব হয়, তখন আর শাস্ত্রাধীন হইয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অনুসন্ধানে ভজন করিতে হয় না। কারণ তখন ভাবই কর্ত্তা হইয়া কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান ও অকর্ত্তব্যের বর্জ্জন স্বাভাবিকই করাইয়া থাকে। মূল কথা— বিধি অধীন হইয়া ভজনের মুখ্য লাভ নিজ অভীষ্টে ভাবোদয়। এই অভিপ্রায়েই ভাবমার্গের প্রকার ভেদ শ্রীপাদ দেবর্ষি নারদ নির্দ্দেশ করিতে উপক্রম করিয়াছিলেন। এখন এস্থলে একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে যে—দ্বেষের দ্বারাই যদি সিদ্ধিলাভ হয়, তবে বেণ মহারাজ কেন ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক নরকে নিপাতিত হইল ? এই আশঙ্কা পরিহারের জন্য ৭।১।৩০ শ্লোকে বলিতেছেন— "কতমোঽপি ন বেণঃ স্যাৎ পঞ্চানাং পুরুষং প্রতি" ; অর্থাৎ পুরুষ শ্রীভগবানকে লক্ষ্য করিয়া প্রবৃত্ত বৈরাণুবন্ধ প্রভৃতি পাঁচটির মধ্যে বেণরাজ কোন একপ্রকারও ছিল না। কারণ তাহার শ্রীভগবানের প্রতি প্রসঙ্গক্রমে নিন্দামাত্র স্বভাব বৈরভাব ছিল, কিন্তু বৈরাণুবন্ধ ছিল না। অতএব তীব্র ধ্যানের অভাব জন্য ভগবন্নিন্দার প্রতিফল রূপ পাপই হইয়াছিল। অতএব শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিতে অভিলাষী দেবতুল্যস্বভাব মানবগণেরও নিজেদের মোক্ষলাভের লালসায় শ্রীভগবানে বৈরভাবের অনুষ্ঠানরূপ সাহস করা কর্ত্তব্য নহে। অর্থাৎ শিশুপাল প্রভৃতির দ্বেষভাবে সত্বর মুক্তি হইয়াছে—এইরূপ শুনিয়া যাহারা দেবস্বভাব শ্রীকৃষ্ণারাধনেচ্ছু, তাহারাও হয়ত মনে করিতে পারেন যে—ভক্তিভাবে শ্রীভগবানে চিত্তের আবেশ হ'তে বিলম্ব হয়, কিন্তু শত্রুভাবেই সত্বর মুক্তিলাভ করিব— এইপ্রকার সাহস করা উচিত নহে। অতএব ১১।২।৩৪ শ্লোকে ভাগবত ধর্ম্মলক্ষণ বর্ণনপ্রসঙ্গে শ্রীকবি যোগীন্দ্র নিমি মহারাজকে বলিয়াছেন— "হে রাজন্! ভগবান নিজ শ্রীমুখে নিজকে পাইবার জন্য যে সকল উপায় বলিয়াছেন, সেই সকল উপায় ভাগবতধর্ম্মের স্বরূপ লক্ষণ এবং ভগবৎপ্রাপ্তি সেই ভাগবতধর্ম্মের অসাধারণ ফল বা তটস্থলক্ষণ।" ইত্যাদি বাক্যের অলক্ষ্যে লক্ষণের প্রবৃত্তিরূপ অতিব্যাপ্তি দোষ হইতেছে না। যেহেতু ভগবানের অনভিপ্রেত বলিয়াই "আমাকে দ্বেষ করিলেও আমাকে পাওয়া যায়"— এইরূপ কথা কোথাও উল্লেখ নাই। যেহেতু এই পূর্ব্বোক্তপ্রকারেই শ্রীভগবানে